সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪৩০
WEEKLY BOOKLET:430

প্রায় ৩৪ বছর আগের বয়ান

জান্নাতের বসন্ত

জান্নাতী বস্তুর সৌন্দর্য	০৫
নোংরামী মুক্ত স্থান	০৮
১০ হাজার খাদেম	০৯
সর্বনিম্ন জান্নাতী	১৭

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

জান্নাতের বসন্ত(১)

আত্তারের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে কেউ এই পুস্তিকা **“জান্নাতের বসন্ত”** পড়বে বা শুনবে, তাকে আপনার রহমতে তার বাবা-মা এবং পরিবার সহ জান্নাতুল ফিরদাউসে বিনা হিসাবে প্রবেশাধিকার দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযিলত

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর বাণী: “যে ব্যক্তি দিনে এক হাজার বার আমার প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করবে, সে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না যতক্ষণ না সে জান্নাতে নিজের স্থান দেখে নেয়।”

(জামিউল আহাদীস, ৭/২৬৮, হাদিস: ২২৩৫৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. এই বক্তব্যটি দিয়েছেন শায়খে তরীকত, আমিরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه। তিনি ১৭ জুমাদিউল আউয়াল ১৪১৩ হিজরী মোতাবেক ১৩ নভেম্বর ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে দাওয়াতে ইসলামীর প্রথম মাদানী মারকায জামে মসজিদ গুলজারে হাবীব, করাচীতে আশিকানে রাসূলের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় এই বক্তব্যটি প্রদান করেন। এটি আল-মাদীনাতুল ইলমিয়ার “শু'বাহ বায়ানাতে আমীরে আহলে সুন্নাত” (আমীরে আহলে সুন্নাতের বক্তব্য বিভাগ) কর্তৃক সংকলিত হয়েছে।

জান্নাতের বসন্ত

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: কিয়ামতের দিন সকল মানুষ পুলসিরাতের উপর একত্রিত হবে এবং জাহান্নামের চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকবে। অতঃপর তারা তাদের নিজ নিজ আমল অনুযায়ী পুলসিরাত অতিক্রম করবে; কেউ বিদ্যুতের মতো, কেউ বাতাসের মতো, কেউ পাখির মতো, কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার মতো, কেউ উৎকৃষ্ট উটের মতো এবং কেউ দৌড়ানো মানুষের মতো। পুলসিরাত অতিক্রমকারী সবচেয়ে শেষ ব্যক্তি দুই পায়ের আঙ্গুলের সমান সরু স্থান দিয়ে অতিক্রম করবে, তাতে পিচ্ছিলতা থাকবে এবং তা তলোয়ারের মতো ধারালোও হবে। ফেরেশতারা পুলসিরাতের উভয় পাশে আগুনের কাঁটা নিয়ে উপস্থিত থাকবে, যা দিয়ে তারা লোকদের টানবে। কিছু লোক রক্ষা পেয়ে যাবে, কিছু আহত হয়ে জাহান্নামে পড়ে যাবে এবং কিছু বেরিয়ে আসতে সফল হবে।

সবচেয়ে শেষ ব্যক্তি যে পুলসিরাত অতিক্রম করতে সফল হবে, তার সামনে জান্নাতের একটি দরজা খুলে দেওয়া হবে। সে জান্নাতে নিজের জন্য নেয়ামতসমূহ না দেখে সেখানেই বসে পড়বে এবং আরজ করবে: “হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এখানেই বসে থাকার অনুমতি দাও।” উত্তর আসবে: “যদি তোমাকে অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে তুমি কি আর কোনো কিছু চাইবে না?” সে বলবে: “হে আল্লাহ! তোমার ইজ্জত ও জালালের শপথ! আমি কোনো কিছু চাইবো না।” অতঃপর তাকে সেখানে থাকার অনুমতি দেওয়া হবে। তারপর তাকে জান্নাতের মঞ্জিলসমূহ দেখানো হবে, তখন সে আরজ করবে: “হে আল্লাহ! আমাকে সেখানে পৌঁছিয়ে দাও।” নির্দেশ হবে:

“সেখানে পৌঁছে তুমি কি আবার কিছু চাইবে না?” সে আরজ করবে: “হে আল্লাহ! তোমার ইজ্জত ও জালালের শপথ! একদম না।” এখন তাকে সেই মঞ্জিলসমূহে পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে। সেখানে পৌঁছে তাকে জান্নাতের আরও বাহার দেখানো হবে, তখন সে আল্লাহর দরবারে পুনরায় আরজ করবে: “হে আল্লাহ! আমাকে সেখানে পৌঁছিয়ে দাও।” তাকে সেখানেও পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে। সেখানে তাকে জান্নাতের আরও নেয়ামতসমূহ দেখানো হবে, কিন্তু এবার সে কোনোকিছু চাইবে না। তাকে বলা হবে: “এখন তুমি কেন কোনোকিছু চাইছো না?” সে আরজ করবে: “অনেক চেয়েছি, এখন আর চাইতে আমার লজ্জা লাগছে।” আল্লাহ পাকের রহমতে ঢেউ আসবে এবং নির্দেশ হবে: “আমি তোমাকে জান্নাতে পুরো দুনিয়ার সমান, বরং তার চেয়ে দশ গুণ বেশি দান করলাম।” আর এই ব্যক্তি জান্নাতে সর্বনিম্ন স্তরের হবে।

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেন: নবী করীম صَلَّی اللّٰهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন এই ঘটনা বর্ণনা করতেন, তখন এত হাসতেন যে তাঁর দাঁত মুবারক দেখা যেত। (তানবীহুল গাফেলীন, ৪২ পৃষ্ঠা, হাদিস: ৭৬ সারসংক্ষেপ)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জান্নাতে আল্লাহ পাকের এমন এমন নেয়ামত রয়েছে যা কোনো চোখ দেখেনি এবং কোনো কান শোনেনি, শুধুমাত্র তিনিই দেখেছেন যাকে আল্লাহ পাক দেখিয়েছেন। (মুসলিম, ১১৬২ পৃষ্ঠা, হাদিস: ৭১৩৩) যেমন নবীয়ে আকরাম صَلَّی اللّٰهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শবে মেরাজে নিজের চক্ষু মুবারক দিয়ে তা পর্যবেক্ষণ করেছেন। (বুখারী, ২/৪১৬, হাদিস: ৩৩৪২) যাই হোক, জান্নাতের নেয়ামতসমূহ চিরস্থায়ী, সেগুলোর বাস্তবতা আল্লাহ পাকই জানেন এবং রেওয়ায়েত ও হাদিসে পাকে জান্নাতের নেয়ামতসমূহের যে উদাহরণ

দেওয়া হয়েছে তা কেবল বোঝানোর জন্য। জান্নাতীদের জান্নাতে কী কী পুরস্কার মিলবে? এই বিষয়ে শুনুন এবং জান্নাতের নেয়ামতসমূহ অর্জনের জন্য প্রচুর নেক আমল করুন।

জান্নাতীকে ৭২ জন স্ত্রী দেওয়া হবে

জান্নাতীকে জান্নাতে ৭২ জন স্ত্রী দেওয়া হবে।

(ইবনে মাজাহ, ৪/৫৩৯, হাদিস: ৪৩৩৭)

জান্নাতী নারীরা কতজন পুরুষ পাবে?

অনেক সময় অশিক্ষিত অথবা অতিরিক্ত শিক্ষিত চতুর ধরণের মানুষ ধার্মিক লোকদের বিরক্ত করার জন্য এমন প্রশ্ন করে যে, জান্নাতে পুরুষদেরকে ৭২ জন স্ত্রী দেওয়া হবে, তাহলে বলো! সেখানে নারীরা কতজন পুরুষ পাবে?[১]

এই বিষয়ে বলতে চাই যে, এই প্রশ্ন অত্যন্ত বড় অজ্ঞতা এবং মানসিক নোংরামির ফল। মুসলিম হোক বা অমুসলিম, সারা বিশ্বে হয়তো এমন কোনো জাতি নেই যারা এটা মেনে নেবে যে, একজন নারীর কয়েকজন স্বামী থাকবে। যেখানে দুনিয়াতে কেউ এটা পছন্দ করে না যে, একজন নারীর জন্য দু'জন স্বামী থাকবে, তাহলে জান্নাতে কীভাবে সম্ভব যে, একজন নারীর জন্য একাধিক পুরুষ থাকবে!

১. নারীরা জান্নাতে তাদের বিবাহিত স্বামীদেরই পাবে, তবে শর্ত থাকে যে স্বামীও জান্নাতের সদস্য হবে। যদি কোন নারীর স্বামী জান্নাতে যেতে না পারে, তাহলে তাকে জান্নাতের অন্য কোন পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা হবে। একইভাবে, যেসব নারী কুমারী অবস্থায় মারা যাবে তারাও জান্নাতে একজন পুরুষকে বিবাহ করবে।

www.dawateislami.net

জান্নাতী হুরের সৌন্দর্য ও লাবণ্য

জান্নাতী হুর যদি দুনিয়ার দিকে একবার উঁকি দেয়, তাহলে সমস্ত দুনিয়া নূরে ভরে যাবে এবং খুশবুতে সুবাসিত হবে এবং চাঁদ ও সূর্যের আলোও ম্লান হয়ে যাবে। জান্নাতী নারীর ওড়না দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়েও উত্তম। (বুখারী, ৪/২৬৪, হাদিস: ৬৫৬৮) এক বর্ণনায় এভাবে এসেছে: যদি জান্নাতের হুর তার হাতের তালু জমিন ও আসমানের মাঝে বের করে, তাহলে তার সৌন্দর্যের কারণে সৃষ্টিজগৎ ফিতনায় পড়ে যাবে এবং যদি সে তার ওড়না প্রকাশ করে, তাহলে তার সৌন্দর্যের সামনে সূর্য এমন হয়ে যাবে যেমন সূর্যের সামনে প্রদীপ।

(ফাতহুল বারী, ১২/৩৭৮, হাদিস: ১৯ সারসংক্ষেপ)

জান্নাতী বস্তুর সৌন্দর্য

যদি জান্নাতের কোনো জিনিস নখের সমানও দুনিয়াতে প্রকাশ পায়, তাহলে জমিন ও আসমান তা দ্বারা সুসজ্জিত হয়ে যাবে। আর যদি জান্নাতী কঙ্কন প্রকাশ পায়, তাহলে তা সূর্যের আলো এমনভাবে দূর করে দেবে যেভাবে সূর্য তারার আলো দূর করে দেয়। (তিরমিযী, ৪/২৪১, হাদিস: ২৫৪৭ সারসংক্ষেপ)

জান্নাতের প্রশস্ততা

জান্নাত কতটা প্রশস্ত? তা আল্লাহ পাক এবং তার প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-ই ভালো জানেন। তবে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হলো, জান্নাতে ১০০টি স্তর রয়েছে এবং প্রতি দুটি স্তরের মধ্যে এত দূরত্ব রয়েছে যতটা জমিন ও আসমানের মধ্যে। (তিরমিযী, ৪/২৩৮, হাদিস: ২৫৩৯) তিরমিযী শরীফের

আরেকটি হাদিসে পাকে রয়েছেঃ যদি সমস্ত জগৎ জান্নাতের একটি স্তরে একত্রিত হয়, তাহলে সেটা সবার জন্য প্রশস্ত হবে।

(তিরমিযী, ৪/২৩৯, হাদিসঃ ২৫৪০)

জান্নাতী বৃক্ষের বিশালতা

জান্নাতে এমন একটি গাছ আছে যার ছায়ায় ১০০ বছর পর্যন্ত দ্রুতগামী অশ্বারোহী চললে তার ছায়া শেষ হবে না।

(মুসলিম, ১১৬৩ পৃষ্ঠা, হাদিসঃ ৭১৩৮)

জান্নাতী দরজাসমূহের প্রশস্ততা

জান্নাতের দরজাগুলো এত প্রশস্ত হবে যে, একজন অশ্বারোহী এক প্রান্ত থেকে দৌড়াতে শুরু করলে ৭০ বছর পর্যন্ত দৌড়ালে তবেই সে অন্য প্রান্তে পৌঁছাতে পারবে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৫/৪৭৫, হাদিসঃ ১৬২০৬) জান্নাতী দরজাগুলো লাখো মাইল চওড়া হবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও জান্নাতে প্রবেশকারীদের এত ভিড় হবে যে কাঁধে কাঁধ লেগে যাবে।

(তিরমিযী, ৪/২৪৫, হাদিসঃ ২৫৫৭ সারসংক্ষেপ)

জান্নাতের সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য

জান্নাতে হীরা ও মুক্তার প্রাসাদ রয়েছে যা এত পরিষ্কার ও স্বচ্ছ যে বাইরে থেকে ভিতর এবং ভিতর থেকে বাইরে দেখা যায়। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ২/৫৮৩, হাদিসঃ ৬৬২৬) জান্নাতের দেয়াল সোনা ও রূপার ইঁট এবং মেশকের গাঁথুনি দিয়ে তৈরি। “একটি ইঁট সোনার, একটি রূপার, মাটি জাফরানের, নুড়িপাথরের বদলে মুক্তা ও ইয়াকুত।” (তিরমিযী, ৪/২৩৬, হাদিসঃ ২৫৩৪)

www.dawateislami.net

জান্নাতুল আদনের ইঁট

জান্নাতে আদনের একটি ইঁট সাদা মুক্তার, একটি লাল ইয়াকুতের, একটি সবুজ পদ্মরাগের এবং গাঁথুনি মিশকের। ঘাসের বদলে জাফরান, নুড়িপাথর মুক্তার এবং মাটি আম্বরের। (আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৪/২৮৩, হাদিস: ৩৩)

জান্নাতী তাঁবু

জান্নাতে একটি একটি মুক্তার তাঁবু থাকবে যার উচ্চতা ষাট মাইল হবে। (মুসলিম, ১১৬৬ পৃষ্ঠা, হাদিস: ৭১৫৮)

জান্নাতী নদী ও খাল

জান্নাতে চারটি নদী আছে: একটি পানির, দ্বিতীয়টি দুধের, তৃতীয়টি মধুর এবং চতুর্থটি (পবিত্র) মদের। অতঃপর এগুলো থেকে খাল প্রবাহিত হয়। (তিরমিযী, ৪/২৫৭, হাদিস: ২৫৮০) সেখানকার নদীগুলো মাটি খুঁড়ে প্রবাহিত হয় না, বরং মাটির উপর দিয়ে প্রবাহিত। নদীগুলোর এক পাশ মুক্তার, অন্য পাশ ইয়াকুতের এবং নদীগুলোর তলদেশ খাঁটি মেশকের। (মাউসুয়াতু ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৬/৩৩৪, হাদিস: ৬৮) সেখানকার মদ দুনিয়ার মতো নয় যে, তাতে দুর্গন্ধ, তিক্ততা এবং নেশা থাকে এবং পানকারীরা বেহুঁশ হয়ে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে ও অপ্রয়োজনীয় কথা বলে। বরং ওই মদ এসব বিষয় থেকে পবিত্র ও নিষ্কলুষ।

(তাফসীর ইবনে কাসীর, পারা ২৬, সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ১৫-এর অধীনে, ৭/২৮৯)

জান্নাতী খাবার

জান্নাতীরা জান্নাতে সব ধরণের সুস্বাদু খাবার পাবে এবং যে খাবারের আকাঙ্ক্ষা হবে তা সাথে সাথে উপস্থিত হবে। (তাফসীর ইবনে কাসীর, পারা

www.dawateislami.net

২৪, ফুসসিলাত, আয়াত ৩১-এর অধীনে, ৭/১৬২) যদি কোনো পাখির প্রতি দৃষ্টি পড়ে এবং তা খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা হয়, তাহলে সেই পাখি ভুনা করে পেশ করা হবে। (তাফসীর দুররে মানসূর, পারা ২৭, আল-ওয়াক্বিয়াহ, আয়াত ২১-এর অধীনে, ৮/১১) যদি পানি পান করার আকাঙ্ক্ষা হয়, তাহলে পাত্রগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে হাতে চলে আসবে এবং সেগুলোতে ঠিক পরিমাণ মতো পানি, মধু এবং দুধ থাকবে, যতটুকু আকাঙ্ক্ষা হবে তার থেকে এক ফোঁটাও না বেশি হবে না কম। পান করার পর সেই পাত্রগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে যেখান থেকে এসেছিল, সেখানে ফিরে যাবে। (আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৪/২৯০, হাদিস: ৬৬ সারসংক্ষেপ)

নোংরামী মুক্ত স্থান

নোংরামী, নাপাকি, প্রস্রাব, থুথু, সর্দি, কান ও শরীরের ময়লা ইত্যাদি এমন জিনিস যা দ্বারা মানুষের ঘৃণা আসে, জান্নাতে এসব একেবারেই থাকবে না। হয়তো কেউ ভাবতে পারে যে, খাবার কীভাবে হজম হবে? এর জন্য আল্লাহ পাক জান্নাতে এই ব্যবস্থা রেখেছেন যে, একটি আনন্দদায়ক ঢেকুর আসবে এবং শরীর থেকে সুগন্ধযুক্ত ঘাম বের হবে যা দিয়ে সব খাবার হজম হয়ে যাবে। ঢেকুর ও ঘাম থেকে মেশকের সুগন্ধ বের হবে। (মুসলিম, ১১৬৫ পৃষ্ঠা, হাদিস: ৭১৫২ সারসংক্ষেপ)

সর্বদা তাসবীহ ও তাকবীর জারী থাকবে

সর্বদা মুখে তাসবীহ ও তাকবীর ইচ্ছা বা অনিচ্ছা সত্ত্বেও শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো জারী থাকবে। যেভাবে আমরা দুনিয়াতে কোনো কিছু পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে চুপ হয়ে যাই, জান্নাতে এমন হবে না, বরং সেখানে বিনা কষ্টে তাসবীহ এবং তাহমীদ মুখে জারী থাকবে।

(মুসলিম, ১১৬৫ পৃষ্ঠা, হাদিস: ৭১৫২)

১০ হাজার খাদেম

প্রত্যেক জান্নাতী ব্যক্তির মাথার কাছে কমপক্ষে ১০ হাজার খাদেম দাঁড়িয়ে থাকবে। প্রত্যেক খাদেমের এক হাতে সোনা এবং অন্য হাতে রূপার পেয়ালা থাকবে এবং প্রত্যেক পেয়ালায় রং-বেরঙের নতুন নতুন নেয়ামত থাকবে। (মু'জাম আওসাত, ৫/৩৮০, হাদিস: ৭৬৭৪) এবং যত খাবে, স্বাদে কোনো কমতি হবে না। দুনিয়াবী খাবারের মতো নয় যে, প্রথম লোকমায় স্বাদ বেশি থাকে, তারপর শুধু পেট ভরতে শুরু করে, স্বাদ কমতে থাকে। এছাড়াও, যদি কোনো জিনিস কয়েকদিন ধরে খাওয়া হয়, তাহলে তা আর ভালো লাগে না, বরং কিছু জিনিস দেখেই মন ভরে যায়, যেমন মিষ্টির দোকানের সামনে দিয়ে যদি কোনো সাধারণ মানুষ যায়, তাহলে হয়তো তার মুখে পানি আসে, কিন্তু সেই দোকানে কাজ করা লোকদের মিষ্টির প্রতি এত আকর্ষণ থাকে না, কারণ দেখতে দেখতে তাদের মন ভরে যায়।

প্রতি লোকমায় ৭০ স্বাদ

জান্নাতী খাবারের প্রতি লোকমায় ৭০ ধরণের স্বাদ থাকবে, যেখানে দুনিয়াবী খাবারে এত স্বাদ থাকে না। তবে কিছু খাবার একসাথে মিশালে তাদের স্বাদ অবশ্যই বদলে যায়, যেমন বিরিয়ানি এবং জর্দা একসাথে খেলে একটি তৃতীয় স্বাদ অনুভূত হবে যা বিরিয়ানিরও হবে না এবং জর্দারও হবে না। এছাড়াও, দুনিয়াবী খাবার একে অপরের স্বাদ ঢেকে দেয় এবং এক সময়ে বিভিন্ন স্বাদ আলাদা আলাদাভাবে অনুভূত হয় না, যেখানে জান্নাতী খাবারের প্রতি লোকমায় ৭০টি স্বাদ আলাদা আলাদাভাবে অনুভূত হবে এবং একটি স্বাদ অন্যটিকে ঢেকে দেবে না।

www.dawateislami.net

জান্নাতীদের পোশাক ও যৌবন

জান্নাতীদের পোশাক পুরাতন হবে না এবং জান্নাতীদের যৌবনও শেষ হবে না। (মুসলিম, ১১৬৬ পৃষ্ঠা, হাদিস: ৭১৫৬)

জান্নাতীদেরকে জান্নাতে ৩০ বছরের যুবক বলে মনে হবে। (তিরমিযী, ৪/২৪৪, হাদিস: ২৫৫৪) জান্নাতীদের যৌবনের কখনো পতন হবে না, যেখানে দুনিয়াতে যৌবনের পতন আছে। যেমন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে এখন ৩০ বছরের, সে পরের বছর ৩১ বছরের হয়ে যাবে এবং তারপর বয়স বাড়ার সাথে সাথে যৌবন ক্ষয় হতে থাকবে যতক্ষণ না এমন একটি সময় আসে যখন বার্ধক্যের কারণে মুখে ভাঁজ পড়ে যাবে এবং কোমর ঝুঁকে যাবে। মনে রাখবেন! জান্নাতের জন্য কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদ নেই যে ৫০ বা ১০০ বছর পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে এবং তারপর বিলীন হয়ে যাবে, বরং জান্নাত চিরকাল ধরে থাকবে এবং জান্নাতীগণ সবসময় এতে থাকবেন এবং তাদের যৌবনের কখনো পতন হবে না।

জান্নাতীদের উজ্জ্বল চেহারা

সর্বপ্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল এবং দ্বিতীয় যে দল জান্নাতে যাবে, তাদের চেহারা হবে উজ্জ্বল তারার মতো। (বুখারী, ২/৩৯৩, হাদিস: ৩২৫৪)

জান্নাতে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও হিংসা থাকবে না

জান্নাতীরা সবাই একাত্ম হবে, তাদের মধ্যে কোনো ঘৃণা, বিদ্বেষ বা হিংসা থাকবে না। (বুখারী, ২/৩৯৩, হাদিস: ৩২৫৪) দুনিয়াতে ঘৃণা ও বিদ্বেষের কারণে একজন ব্যক্তি অন্যকে পছন্দ করে না, কিন্তু জান্নাতে এমন হবে না,

সেখানে সবাই একে অপরকে ভালোবাসবে, কেউ হিংসা করবে না, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া, গালাগালি ও মারামারি থাকবে না। এছাড়াও, রাগ এবং খিটখিটে মেজাজ ইত্যাদি দুনিয়াবী অসুস্থতা (অর্থাৎ সমস্যা) জান্নাতে থাকবে না।

জান্নাতে কোনো দুঃখ বা রোগ থাকবে না

জান্নাতে কোনো দুঃখ থাকবে না এবং কোনো কষ্ট বা রোগ থাকবে না, যেমন দুনিয়াতে কারো পেটে ব্যথা থাকে, কেউ হাঁপানির রোগী হয়, কেউ যক্ষা রোগে ভোগে, কেউ কাশি থেকে মুক্তি পায় না, কেউ বেচারা ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়, কেউ অন্য কোনো মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়; জান্নাতে কোনো প্রকার রোগ, দুঃখ বা কষ্ট থাকবে না।

হুরে আইন (অর্থাৎ বড় চোখ বিশিষ্ট জান্নাতী রমণী) এর সৌন্দর্য ও লাবণ্য

জান্নাতীদের মধ্যে প্রত্যেককে হুরে আইন থেকে কমপক্ষে দুইজন স্ত্রী এমন দেওয়া হবে, তারা সত্তর সত্তর জোড়া পোশাক পরা থাকবে, তবুও তাদের পোশাক এবং গোশতের বাইরে থেকে তাদের পায়ের গোছার মগজ এমনভাবে দেখা যাবে যেমন সাদা কাঁচের পাত্রে লাল শরাব দেখা যায়। (বুখারী, ২/৩৯৩, হাদিস: ৩২৫৪; মু'জাম কবীর, ১০/১৬৬, হাদিস: ১০৩২১) এর কারণ হলো, আল্লাহ পাক তাদের ইয়াকুতের সাথে তুলনা করেছেন এবং ইয়াকুতে ছিদ্র করে যদি সুতা প্রবেশ করানো হয়, তাহলে তা অবশ্যই বাইরে থেকে দেখা যাবে। (তিরমিযী, ৪/২৩৯, হাদিস: ২৫৪১) পুরুষ তার মুখকে তার গালগুলিতে আয়নার চেয়েও পরিষ্কার দেখবে এবং তাতে সর্বনিম্ন যে মুক্তা থাকবে তা এমন হবে

www.dawateislami.net

যে তা পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত আলোকিত করবে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৪/১৫০, হাদিস: ১১৭১৫) এক বর্ণনায় আছে: যদি পুরুষ তার কাঁধের (অর্থাৎ স্কন্ধের) মাঝখানে পিছনের দিকে হাত রাখে, তাহলে তা তার সামনে থেকে চামড়া, গোশত এবং কাপড়ের বাইরে থেকে দেখা যাবে।

(আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৪/২৯৮, হাদিস: ৯৬)

জান্নাতী পোশাক দুনিয়াতে পরিধান করলে...

যদি জান্নাতী পোশাক দুনিয়াতে পরিধান করা হয়, তাহলে যে দেখবে সে অজ্ঞান হয়ে যাবে এবং মানুষের চোখ তা সহ্য করতে পারবে না। (আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৪/২৯৪, হাদিস: ৮৪) এটাকে এভাবে বুঝুন যে, যখন সূর্য তার পূর্ণ ঔজ্জ্বল্য নিয়ে চমকাচ্ছে, তখন যে তাকে দেখবে তার চোখ ঝলসে যাবে এবং সূর্যের আলো সহ্য করতে পারবে না। এই উদাহরণটি শুধুমাত্র বোঝানোর জন্য, অন্যথায় আল্লাহ পাকই ভালো জানেন যে, জান্নাতী পোশাক কেমন হবে যেটা মানুষ দেখতে পারবে না।

হুরের লালার প্রভাব

যদি কোনো হুর সমুদ্রে তার লালা অর্থাৎ থুথু ফেলে, তাহলে লবণাক্ত সমুদ্র মিষ্টি হয়ে যাবে। যদি জান্নাতী নারী সাত সমুদ্রে থুথু ফেলে, তাহলে সেগুলো মধু থেকেও বেশি মিষ্টি হয়ে যাবে।

(আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৪/২৯৯, হাদিস: ৯৮,৯৯)

হুরদের গান

যখন কোনো জান্নাতী জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তার মাথার কাছে এবং পায়ের কাছে দুইজন হুর অত্যন্ত সুন্দর আওয়াজে গান গাইবে,

www.dawateislami.net

কিন্তু তাদের গান শয়তানী সঙ্গীত এবং বাদ্যযন্ত্রের মতো হবে না, যেমন আজকাল مَعَاذَالله গাওয়া হয়, বরং তারা আল্লাহ পাকের হামদ ও সানা বর্ণনা করবে। (মু'জাম কবীর, ৮/৯৫, হাদিস: ৭৪৭৮ সারসংক্ষেপ) তারা এমন সুমধুর কণ্ঠের অধিকারী হবে যে, এমন আওয়াজ কেউ কখনো শোনেনি এবং তারা যেই গান গাইবে তার বিষয়বস্তু হবে এইরকম: "আমরা চিরস্থায়ী, কখনো মরব না; আমরা শান্তিতে আছি, কখনো কষ্টে পড়ব না; আমরা সন্তুষ্ট, কখনো অসন্তুষ্ট হব না এবং মুবারকবাদ তার জন্য যে আমাদের হলো এবং আমরা তার হলাম।" (তিরমিযী, ৪/২৫৪, হাদিস: ২৫৭৩)

সকল জান্নাতী হবেন দাড়িবিহীন

মাথা, চোখের পাতা এবং ভ্রু ছাড়া জান্নাতীর শরীরে কোথাও লোম থাকবে না। সকল জান্নাতী দাড়িবিহীন হবে, কাজলপরা চোখ এবং ৩০ বছর বয়সের মনে হবে। (তিরমিযী, ৪/২৪৪, হাদিস: ২৫৫৪)

জান্নাতে ঘুম নেই

জান্নাতে ঘুম নেই, কারণ ঘুম এক প্রকার মৃত্যু এবং জান্নাতে মৃত্যু নেই। (শুয়াবুল ঈমান, ৪/১৮৩, হাদিস: ৪৭৪৫)

ঘুম না হলে সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে

হতে পারে কারো মনে এই কথা আসতে পারে যে, যদি জান্নাতে ঘুম না হয়, তাহলে বড় সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে, কারণ ঘুম থেকে শান্তি পাওয়া যায়। এই বিষয়ে বলতে চাই যে, জান্নাতীদেরকে আল্লাহ পাক এমন আনন্দ ও আরাম দান করবেন যে, তাদের সেখানে ঘুমের প্রয়োজনই হবে না।

www.dawateislami.net

দেখুন! আনন্দের কারণেও ঘুম কমে যায়, যেমন রমযান মাসে মানুষ আনন্দের কারণে রাত জেগে কাটায় এবং দিনে কিছু সময় বিশ্রাম নিয়ে কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। একইভাবে, বিবাহ-শাদী এবং উৎসবের সময় আনন্দের কারণে ঘুম আসে না এবং মানুষ চব্বিশটা ঘণ্টা জেগে জেগে কাটায়। তাহলে যেখানে দুনিয়ার অস্থায়ী আনন্দের এই অবস্থা যে ঘুম কমে যায়, তাহলে জান্নাতের আনন্দের অবস্থা কেমন হবে! সেখানে জান্নাতীদেরকে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এমন আরাম, আনন্দ এবং খুশি দেওয়া হবে যে, তাদের ঘুমের প্রয়োজনই থাকবে না।

যেমন আনন্দের কারণে ঘুম কমে যায়, তেমনি ব্যবসার খুব ভালো অবস্থা বা কোনো কাজের মৌসুম আসার কারণেও ঘুম উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। যেমন রমযান মাসে দর্জিদের মৌসুম আসে, তখন তারা দিনরাত কাপড় সেলাই করতে থাকে। তাদের না তারাবীর নামাযের চিন্তা থাকে, না রোযার খেয়াল, কেবল এই চিন্তায় মগ্ন থাকে যে কীভাবে তাদের সময় বাড়তে থাকবে। রাত-দিন তাদের কাছে ছোট মনে হয় এবং কাজের ব্যস্ততা তাদের ঘুম কেড়ে নেয়। এটি বাস্তবতা যে, দুনিয়াতে মানুষ অবিরাম জেগে কাজ করতে পারে না, তাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কিছু না কিছু ঘুম দরকার হয়। তবে কিছু লোক এত শক্তিশালী হয় যে, দুই, তিন এমনকি চার দিন পর্যন্ত জেগে কাজ করতে পারে।

যাই হোক, এটি আল্লাহ পাকের বিধান যে, জান্নাতে ঘুম আসবে না এবং ঘুম না আসার কারণে জান্নাতীদের কোনো ধরনের কষ্টও হবে না।

আমীরে আহলে সুন্নাতের আকাঙ্ক্ষা

আমীরে আহলে সুন্নাত, মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নেকীর দাওয়াত প্রচারের বিষয়ে নিজের ব্যাকুলতা প্রকাশ

www.dawateislami.net

করে বলেন: “আমার মন চায় যে, যদি আমার ঘুম না আসে এবং ঘুম না আসার কারণে আমি অসুস্থ ও অলসও না হই এবং চব্বিশ ঘণ্টা সতেজতার সাথে দ্বীনের কাজ করতে থাকি।” স্পষ্টতই, এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হওয়া কঠিন, কারণ ঘুম আসাটাও আল্লাহ পাকের একটি বিধান যা জারী থাকা উচিত।

হে আশেকানে রাসূল! দুনিয়া একটি পরীক্ষা ক্ষেত্র, তাই এখানে কষ্ট, দুশ্চিন্তা, সীমাবদ্ধতা এবং অন্যান্য ধরণের সমস্যা রয়েছে। কিন্তু যখন আমরা এই পরীক্ষায় সফল হয়ে জান্নাতে যাব, তখন এই সমস্ত দুশ্চিন্তা, কষ্ট এবং সীমাবদ্ধতা দূর হয়ে যাবে। জান্নাত আল্লাহ পাকের ক্ষমতার এমন একটি প্রকাশস্থল যেখানে পুরস্কার ও সম্মানের বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং কোনো প্রকার দুশ্চিন্তা থাকবে না। জান্নাতে না কোনো কাফের থাকবে এবং না এমন লোক থাকবে যাদের সাথে আমাদের ঝগড়া করতে হবে, সেখানে শান্তিই আর শান্তি থাকবে।

সোনা ও রূপার মিম্বর

জান্নাতে সোনা ও রূপার মিম্বর থাকবে এবং জান্নাতীদের মধ্যে যারা সর্বনিম্ন জান্নাতী হবে, তারা মেশক ও কর্পূরের টিলার উপর বসবে। আর তাদের মধ্যে কেউই নিজেকে সর্বনিম্ন মনে করবে না, নিজেদের ধারণায় সিংহাসনে উপবিষ্টদেরকে নিজেদের চেয়ে বড় মনে করবে না। (তিরমিযী, ৪/২৪৬, হাদিস: ২৫৫৮) অর্থাৎ তারা এটা মনে করবে না যে, অমুক তো নূরের সিংহাসন পেল, আর আমি কর্পূরের টিলার উপর বসে আছি। সেখানে কারো প্রতি কারো হিংসা বা আফসোস থাকবে না যে, তার মনে দুঃখের অনুভূতি সৃষ্টি হবে।

www.dawateislami.net

অনায়াসে আল্লাহ পাকের দীদার

জান্নাতে আল্লাহ পাকের দীদার এত পরিষ্কার এবং অনায়াসে হবে যেমন লাখো মানুষ সূর্য ও চাঁদকে নিজ নিজ স্থান থেকে দেখে এবং কাউকে গোড়ালি তুলে দাঁড়িয়ে বা চোখ তুলে দেখার প্রয়োজন হয় না। আল্লাহ পাক প্রত্যেক জান্নাতীর উপর তাজাল্লী (জ্যোতি) দান করবেন এবং কাউকে বলবেন: “হে অমুকের ছেলে অমুক! তোমার মনে আছে যেদিন তুমি এমন এমন করেছিলে?” অর্থাৎ দুনিয়ার কিছু গুনাহ স্মরণ করিয়ে দিবেন। বান্দা বলবে: “হে আমার রব! তুমি কি আমাকে ক্ষমা করে দাওনি?” তিনি বলবেন: “হ্যাঁ! আমার ক্ষমার বিশালতার কারণেই তুমি এই মর্যাদায় পৌঁছেছ।” সকল জান্নাতী এই অবস্থায় থাকবে যে, মেঘ ছেয়ে যাবে এবং তাদের উপর এমন সুগন্ধি বর্ষণ করবে যা তারা আগে কখনো শোনেনি। এখন আল্লাহ পাক বলবেন: “যাও সেই সম্মানের দিকে যা আমি তোমাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি এবং যা চাও তা নিয়ে নাও।” লোকেরা জান্নাতের একটি বাজারে যাবে যেটাকে ফেরেশতারা ঘিরে থাকবে। এই বাজারে এমন জিনিস থাকবে যা চোখ দেখেনি, কান শোনেনি, হৃদয় কল্পনা করেনি। সেখানে ক্রয়-বিক্রয় হবে না, বরং যার যা পছন্দ হবে তা তার সাথে করে দেওয়া হবে। জান্নাতীরা একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করবে, ছোট মর্যাদার ব্যক্তি যখন বড় মর্যাদার ব্যক্তিকে দেখবে তখন তার পোশাক তার পছন্দ হবে এবং কিছুক্ষণ পরেই সে নিজের পোশাককে সেই বড় মর্যাদার জান্নাতীর পোশাকের চেয়ে ভালো মনে করতে শুরু করবে। আর এমনটি এজন্য হবে যে, জান্নাতে কোনো দুঃখ নেই। তারপর জান্নাতীরা বাজার থেকে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে আসবে, সেখানে তাদের স্ত্রীরা তাদের

অভ্যর্থনা জানাবে এবং মুবারকবাদ দিয়ে বলবে: "আপনি ফিরে এসেছেন এবং আপনার সৌন্দর্য তার চেয়ে অনেক বেশি বেড়ে গেছে যখন আপনি আমাদের কাছ থেকে গিয়েছিলেন।" তারা উত্তর দিবে: "আল্লাহ পাকের দরবারে আমাদের উপস্থিতির সম্মান মিলেছে এবং আমরা আল্লাহ পাকের দীদার পেয়ে উপকৃত হয়েছি, তাই স্পষ্টতই আমাদের সৌন্দর্য বাড়তেই ছিল।" (তিরমিযী, ৪/২৪৬, হাদিস: ২৫৫৮)

জান্নাতীদের সাক্ষাতের পদ্ধতি

আমাদের এখানে দুনিয়াতে কারো সাথে সাক্ষাৎ করতে হলে কখনো কখনো বাস ইত্যাদিতে ভ্রমণ করতে হয় এবং অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়। কিন্তু জান্নাতীদের নিজেদের মধ্যে সাক্ষাতের ধরন হবে অত্যন্ত মনোরম এবং তাতে কোনো প্রকার কষ্ট সহ্য করতে হবে না। তারা যদি সাক্ষাৎ করতে চায়, তাহলে একজনের সিংহাসন অন্যজনের কাছে চলে যাবে। (জামিউল জাওয়ামী, ১/১৫২, হাদিস: ৯৯৩) এবং এক বর্ণনায় আছে যে, তাদের কাছে অত্যন্ত উন্নত মানের বাহন এবং ঘোড়া আনা হবে যার উপর আরোহন করে তারা যেখানে ইচ্ছা যাবে। (তিরমিযী, ৪/২৪৪, হাদিস: ২৫৫৩)

সর্বনিম্ন জান্নাতী

সর্বনিম্ন জান্নাতী হবে যার বাগান, স্ত্রী, খাদেম এবং সিংহাসন এক হাজার বছরের দূরত্বের সমান হবে। আর আল্লাহ পাকের নিকট তাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত হবে সে, যে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা তাঁর দীদারে ধন্য হবে। (তিরমিযী, ৪/২৪৮, হাদিস: ২৫৬২ সারসংক্ষেপ)

আল্লাহ পাকের দীদারের চেয়ে বড় কোনো নেয়ামত হবে না

যখন জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ পাক তাদের বলবেন: “আর কিছু চাও যা আমি তোমাদেরকে দিব?” তারা আরজ করবে: “হে আল্লাহ! তুমি আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেছো, আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছো এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছো।” সেই মুহূর্তে সৃষ্টিজগতের উপর থেকে পর্দা সরে যাবে এবং আল্লাহর দর্শনের চেয়ে বড় কোনো নেয়ামত তাদের জন্য হবে না। (মুসলিম, ৯৫ পৃষ্ঠা, হাদিস: ৪৪৯)

হাউজে কাউসার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই নেয়ামতগুলো ছাড়াও জান্নাতে অসংখ্য নেয়ামত রয়েছে। সেখানে “কাউসার (অর্থাৎ নদী)”ও আছে, বরং আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুটি হাউজ থাকবে; একটি পুলসিরাতের আগে এবং অন্যটি পুলসিরাতের পরে, উভয়টির নাম কাউসার। (আত-তাযকিরাহ বি আহওয়ালি মওতা, ২৯১ পৃষ্ঠা) কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর তৃষ্ণার্ত গোলামদেরকে ভরে ভরে পানপাত্র দান করবেন। (বুখারী, ৪/২৬৮, হাদিস: ৬৫৪৩ সারসংক্ষেপ) যে একবার হাউজে কাউসার থেকে পান করবে সে আর কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না। (বুখারী, ৪/২৬৭, হাদিস: ৬৫৭৯) এইভাবে প্রত্যেক নবীর জন্য একটি হাউজ থাকবে যেখান থেকে তাদের উম্মত পরিতৃপ্ত হবে এবং তারা নিজেদের উম্মতের আধিক্য নিয়ে গর্ব করবে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি সংখ্যা হবে নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতদের। তাই হাদিসে পাকে রয়েছে: “প্রত্যেক নবীর জন্য একটি হাউজ আছে এবং তারা নিজেদের মধ্যে গর্ব করে যে কার হাউজে বেশি লোক

আসে। আমার আশা যে আমার হাউজে আগমনকারীদের সংখ্যা বেশি হবে।” (তিরমিযী, ৪/২০০, হাদিস: ২৪৫১ সারসংক্ষেপ)

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

হতে পারে কারো মনে এই প্রশ্ন জাগতে পারে যে, জান্নাতে হাউজে কাউসারও আছে এবং পবিত্র শরাবও, মধুও আছে এবং পানি ও দুধও, যখন জান্নাতে পিপাসাই লাগবে না, তখন জান্নাতীরা কেন এগুলো পান করবে?

এর উত্তর হল, জান্নাতীরা এই পানীয়গুলো উপভোগের জন্য পান করবে এবং যত পান করতে থাকবে তাদের আনন্দ তত বাড়তে থাকবে। (মিরআতুল মানাজিহ, ৭/৪৮৫ সারসংক্ষেপ)

এটাকে আরও ভালোভাবে এই উদাহরণ দিয়ে বুঝুন যে, যখন আমাদের পিপাসা লাগে তখন আমরা পানি পান করি এবং কখনো কখনো পানি পান করার পর চাও পান করি। এমন পরিস্থিতিতে আমরা চা পিপাসা নিবারণের জন্য পান করি না, বরং উপভোগের জন্য পান করি। একইভাবে আমরা শরবত, ঠান্ডা বোতল এবং লাচ্ছি ইত্যাদি পানীয়ও উপভোগের জন্য পান করি।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সত্যিই জান্নাতী নেয়ামতগুলো এমন নয় যে সেগুলোকে ছেড়ে দেওয়া যায়। সেই ব্যক্তি ভাগ্যবান, যে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সেই ব্যক্তি দুর্ভাগ্যবান, যে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে। দেখুন! যখন জান্নাত এত মহান এবং এর উপর আমাদের দৃঢ় বিশ্বাসও আছে, তাহলে আমরা এর প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করি না কেন? দুনিয়ারও এটাই রীতি যে, যদি কোনো কিছু অর্জন করতে হয়, তাহলে তার জন্য

চেষ্টা করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি চাকরি পেতে হয়, তাহলে তার জন্য মানুষ প্রচুর দৌড়ঝাঁপ করে, প্রায় ২০ বা ২৫ বছর পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করে যাতে ভালো চাকরি পাওয়া যায় এবং যদি চাকরির আগে মারা যায়, তাহলে তা তার বাবা-মায়ের ভাগ্যের ব্যাপার, কারণ বাবা-মা তো এটাই চায় যে আমাদের সন্তান ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হোক, কিন্তু কখনো কখনো শিক্ষার শেষ বছরে তার মৃত্যু হয়ে যায়। এছাড়াও, কেবল ডিগ্রি অর্জন করা চাকরি পাওয়ার গ্যারান্টি নয়, এর জন্য আরও দৌড়ঝাঁপও করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিতে হয় এবং ইন্টারভিউতে পাস হওয়ার জন্য হয় সুপারিশ করাতে হয় অথবা ঘুষ দিয়ে কাজ সারতে হয় এবং কখনো কখনো এমন কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকরি পাওয়ার জন্য যেখানে আয় এবং সুবিধা বেশি হয়, মানুষ প্রচুর চেষ্টা করে, তারপর কোথাও গিয়ে তার চাকরি মিলে।

আশ্চর্য! দুনিয়ার একটি চাকরির জন্য মানুষ তার জীবনের একটি অংশ এর জন্য চেষ্টা করে ব্যয় করে দেয়, অথচ বিশাল জান্নাত, যার নেয়ামত কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি এবং যার অস্তিত্বের উপর তার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তা পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে না। আহা! মানুষ কেমন নির্বোধ ও বুদ্ধিহীন যে, দুনিয়ার অস্থায়ী নেয়ামতগুলো পাওয়ার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করে, কিন্তু জান্নাতের চিরস্থায়ী নেয়ামতগুলো পাওয়ার জন্য পরিশ্রম করে না, অথচ সেগুলো পাওয়ার জন্য এত চেষ্টা করতে হয় না এবং সেগুলোর প্রাপ্তি খুবই সহজ। উদাহরণস্বরূপ, নামায আদায়কারীর জন্য জান্নাতের সুসংবাদ আছে, তাহলে নামায আদায় করতে কী সমস্যা? চাকরিতে আট, দশ এমনকি বারো ঘণ্টা পর্যন্ত রক্ত-ঘাম ঝরাতে হয়, অথচ নামায আদায় করতে দশ, পনেরো বা বড়জোর বিশ মিনিট লাগে। যদি

আপনি পাঁচ ওয়াক্ত নামায একত্রিত করেন, তাহলে এক ঘণ্টা বা সোয়া এক ঘণ্টা লাগবে এবং এর বিনিময়ে জান্নাত পাওয়ার ভরপুর সুযোগ আছে, কিন্তু আফসোস! এই সহজ কাজ আমাদের দ্বারা হয় না।

এর বিপরীতে, দুনিয়া অর্জনের জন্য অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হয় এবং এই পথে দুশ্চিন্তা, বিপদ, কষ্ট এবং বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষাও আসে। তা সত্ত্বেও, দুনিয়ার অর্জনের জন্য সব ধরণের পরিশ্রম ও ত্যাগ আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য, অথচ জান্নাত, যা নেয়ামতসমূহের ঘর, তা অর্জনের জন্য সামান্য কষ্টও আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। হযরত ইমাম মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ গাজ্জালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ একজন বুযুর্গের উক্তি উল্লেখ করে বলেন: "মানুষ যতটা সম্পদকে ভালোবাসে, যদি ততটা জান্নাতকে ভালোবাসতো, তাহলে উভয়কেই পেতো।" (ইহ্ইয়াউল উলূম, ৪/২৪৫) কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, সে কেবল মাল ও সম্পদকে ভালোবাসে, সে প্লটকে ভালোবাসে, নিজের দুনিয়াবী খেত ও বাগানকে ভালোবাসে, নিজের গুদাম ও নিজের দোকানকে ভালোবাসে, নিজের বাড়িকে ভালোবাসে, কিন্তু তার জান্নাতকে যতটা ভালোবাসা উচিত, ততটা ভালোবাসে না। মানুষ জান্নাতী নেয়ামতগুলো সম্পর্কে শুনে "سُبۡحَانَ الله"ও বলে, "صَلِّ عَلٰی مُحَمَّد"ও বলে, খুশি হয়ে দুলেও, কিন্তু বাস্তবে জান্নাত পাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয় না।

চিন্তা করুন! যখন আমরা প্লটের আকাঙ্ক্ষা করি এবং তারপর তা পাওয়ার জন্য বাস্তবে পূর্ণ চেষ্টা করি, তখন আমরা তা পেয়ে যাই। একইভাবে, চাকরি পাওয়ার জন্য ভালোভাবে চেষ্টা করি, তখন তাও পেয়ে যাই। কিন্তু জান্নাত পাওয়ার জন্য আমাদের মনোভাব এমন হয় যে, "জান্নাত পেলে ভালো হয়" অথবা "জান্নাত পাওয়া উচিত" অথবা আমরা

আনুষ্ঠানিকতার জন্য "জান্নাত পাওয়ার দোয়া" করি, কিন্তু বাস্তব পদক্ষেপ নিই না।

সুন্নাতসমূহকে পুনরুজ্জীবিত করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে ব্যক্তি সুন্নাতসমূহের উপর আমল করে সেগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করবে এবং প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রকৃত অর্থে ভালোবাসবে, اِنۡ شَآءَ الله সে জান্নাতে রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে থাকবে। অতএব, প্রচুর সুন্নাতের উপর আমল করুন এবং চেহারায় প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় প্রিয় সুন্নাত দাড়ি শরীফও সজ্জিত করুন, কারণ এর বড় ফযিলত আছে। যেমন মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: "যে এই যুগে দাড়ি রাখবে সে ১০০ শহীদের সাওয়াব পাবে।" **(মিরআতুল মানাজিহ, ১/১৭৩ সারসংক্ষেপ)**

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه! আজ সমাজে দাড়ির যে বসন্ত দেখা যাচ্ছে, তাতে আশেকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর অনেক বড় ভূমিকা আছে, অন্যথায় আগে এত দাড়িওয়ালা লোক কোথায় দেখা যেত? এই প্রিয় প্রিয় সুন্নাত দিন দিন বিলীন হয়ে যাচ্ছিল।

আজকাল সমাজে নিজের চরিত্রের কারণে যেখানে সুন্নাত অনুযায়ী এক মুষ্টি দাড়ি রাখা একটি কঠিন কাজ, সেখানে পাগড়ী শরীফ পরিধান করাও একটি অত্যন্ত কঠিন কাজ। যদি পাগড়ী শরীফ পরিধান করার জন্য উৎসাহিত করা হয়, তাহলে অনেক লোককে বলতে শোনা যায় যে, আমরা যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করি সেখানে পাগড়ী শরীফ পরিধান করলে আমাদের উপহাস করা হবে, তাই আমরা পাগড়ী শরীফ পরিধান করতে পারি না। এমন কথা বলা লোকেরা সাধারণত চরিত্রের দিক থেকে দুর্বল হয়, যেমন

www.dawateislami.net

ছোট ছোট বিষয়ে মুখ চালানো, অযথা ঝগড়া করা এবং তর্ক করা তাদের অভ্যাস। যদি এমন ব্যক্তিরা সংযত হয়, তাহলে কেউ তাদের পাগড়ী নিয়ে উপহাস করবে না।

এটা বাস্তবতা এবং অভিজ্ঞতার কথা, যে সংযত ও নেক চরিত্রের হয়, তাকে দাড়ি শরীফ রাখা বা পাগড়ী শরীফ পরিধান করার জন্য কেউ বিরক্ত করে না। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, পাগড়ী শরীফ পরিধান করার কারণে কেউ উপহাস করে, তাহলে সে ব্যক্তি চুপচাপ সেখান থেকে চলে যাবে। যদি দুই-তিনবার এভাবে ক্ষমা করা হয়, তাহলে উপহাসকারীরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঠিক হয়ে যাবে।

একটি শয়তানী অজুহাত

কিছু লোক এই কারণেও পাগড়ী শরীফ পরিধান করেন না যে, ভুল হয়ে গেলে লোকেরা তাদের ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি পাগড়ী শরীফকেও সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু বানাবে। এমন লোকদের জন্য বলছি যে, আপনারা নিজেদের চরিত্র পরিচ্ছন্ন রাখুন, একজন কর্মঠ মুসলমান হয়ে দেখান, اِنْ شَآءَ الله লোকেরা আপনাদের দ্বারা প্রভাবিত হবে এবং আপনাদের অনুসরণও করবে। যদি আপনাদের আমলে ত্রুটি থাকে, আপনাদের মুখ দ্রুত চলে, আপনাদের রাগ খুব বেশি আসে এবং আপনাদের মধ্যে আখলাক (নৈতিকতা) বলে কোনো জিনিস না থাকে, তাহলে লোকেরা আপনাদের দাড়িও দেখবে না এবং পাগড়ী শরীফও না, তারা আপনাদের ব্যক্তিত্বকে কঠোরভাবে সমালোচিত করবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সুন্নাত দাড়ি শরীফ রাখুন, মাথায় পাগড়ী শরীফ পড়ুন এবং সুন্নাত

অনুযায়ী পোশাক পরা শুরু করুন, اِنْ شَآءَ الله দেখতে দেখতে আপনাদের ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বলতা আসবে এবং মানুষের উপর আপনাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হবে। মনে রাখবেন! পায়জামা এবং প্যান্টের পায়ের অংশ টাখনু থেকে উপরে হওয়া উচিত, কারণ "যে কাপড় অহংকারবশত টাখনুর নিচে হয়, তা জাহান্নামের আগুনে যাবে।" (বুখারী, ৪/৪৬, হাদিস: ৫৭৮৭ সারসংক্ষেপ) কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, আজকাল লোকেরা এর পরোয়া করে না।

আহ! আমরা শুধু মৌখিকভাবে জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চাই, কিন্তু এর জন্য আমলের চেষ্টা করি না। তবে আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই দারিদ্র্য থেকে বাঁচার জন্য পূর্ণ চেষ্টা করে। দেখুন! আমরা যতটা দারিদ্র্যকে ভয় করি, যদি ততটা জাহান্নামকে ভয় করতাম, তাহলে উভয়টি থেকে বেঁচে যেতাম। যেমন হযরত ইমাম মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ গাজ্জালী رَحۡمَةُ الله عَلَيۡهِ একজন বুযুর্গের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন: "লোকেরা যতটা দারিদ্র্যকে ভয় করে, যদি ততটা জাহান্নামকে ভয় করতো, তাহলে উভয়টি থেকে বেঁচে যেত।" (ইহ্ইয়াউল উলূম, ৪/২৪৫)

হে আশেকানে রাসূল! জান্নাত আল্লাহ পাকের এক বিশাল নেয়ামত। আমাদের উচিত এর প্রাপ্তির জন্য পূর্ণ চেষ্টা করা এবং নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে জান্নাতের পথে চলা। আল্লাহ পাক আমাদেরকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করার তৌকিফ দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

সূচীপত্র

আত্তারের দোয়া: ১
দরুদ শরীফের ফযিলত ১
জান্নাতের বসন্ত........ ২
জান্নাতীকে ৭২ জন স্ত্রী দেওয়া হবে........ ৪
জান্নাতী নারীরা কতজন পুরুষ পাবে? ৪
জান্নাতী হুরের সৌন্দর্য ও লাবণ্য ৫
জান্নাতী বস্তুর সৌন্দর্য ৫
জান্নাতের প্রশস্ততা ৫
জান্নাতী বৃক্ষের বিশালতা........ ৬
জান্নাতী দরজাসমূহের প্রশস্ততা ৬
জান্নাতের সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য ৬
জান্নাতুল আদনের ইঁট ৭
জান্নাতী তাঁবু ৭
জান্নাতী নদী ও খাল ৭
জান্নাতী খাবার ৭
নোংরামী মুক্ত স্থান........ ৮
সর্বদা তাসবীহ ও তাকবীর জারী থাকবে........ ৮
১০ হাজার খাদেম ৯
প্রতি লোকমায় ৭০ স্বাদ........ ৯
জান্নাতীদের পোশাক ও যৌবন ১০
জান্নাতীদের উজ্জ্বল চেহারা........ ১০
জান্নাতে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও হিংসা থাকবে না ১০
জান্নাতে কোনো দুঃখ বা রোগ থাকবে না........ ১১

www.dawateislami.net

হুরে আইন (অর্থাৎ বড় চোখ বিশিষ্ট জান্নাতী রমণী) এর সৌন্দর্য ও লাবণ্য ১১
জান্নাতী পোশাক দুনিয়াতে পরিধান করলে... ....১২
হুরের লালার প্রভাব ১২
হুরদের গান ১২
সকল জান্নাতী হবেন দাড়িবিহীন..১৩
জান্নাতে ঘুম নেই ১৩
ঘুম না হলে সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে ১৩
আমীরে আহলে সুন্নাতের আকাঙ্ক্ষা ১৪
সোনা ও রূপার মিম্বর ১৫
অনায়াসে আল্লাহ পাকের দীদার ১৬
জান্নাতীদের সাক্ষাতের পদ্ধতি...১৭
সর্বনিম্ন জান্নাতী ১৭
আল্লাহ পাকের দীদারের চেয়ে বড় কোনো নেয়ামত হবে না ১৮
হাউজে কাউসার..১৮
একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ১৯
সুন্নাতসমূহকে পুনরুজ্জীবিত করুন ২২
একটি শয়তানী অজুহাত ২৩

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

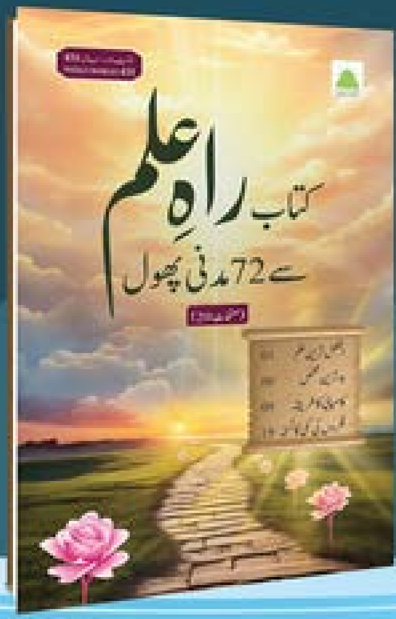

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাত্তাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net